6th Year, 2nd Issue
June - 2009
10th Birthday Issue

৬ষ্ঠবর্ষ, ২য় সংখ্যা
জুন- ২০০৯
দশম জন্মদিন সংখ্যা

Suggested contribution : Rs. 5/-

স্বকণ্ঠে

in her own voice

A
Sappho Publication

একটি
'স্যাফো' প্রকাশনা

প্রস্তাবিত অনুদান : ৫ টাকা

... for the rights of sexually marginalised women

আমাদের কথা

দশ দশটা বছর — এক দশক পার হয়ে গেল!

এবার ২০শে জুন 'স্যাফো'-র দশম জন্মদিনে রীতি অনুযায়ী যে কণিষ্ঠতম সদস্যাটি কেক কাটবে তার বয়স ১৮ বছর। তার আশে পাশে থাকবে উনিশ, কুড়ি, তেইশেরা। তরুণ উদ্দীপনামাখা সরল মন আর ঝকঝকে চোখে পৃথিবী দেখে ওরা। আর আমরা বয়ঃজ্যেষ্ঠরা দেখি ওদের উৎসাহ, অনুভব করি ওদের একাগ্রতা। ওরা জানে যৌনপছন্দের কারণে ওরা সমাজে, পরিবারে প্রান্তিক — কিন্তু ভয় পায় না — কারণ 'স্যাফো' আছে যে! পায়ের নীচের মাটি ওদের শক্ত, যে মাটি ওদের সাহস জোগায় লড়াই করার, আশ্বাস দেয় ভালোবাসার! তাই যখন ওরা বলে, 'স্যাফো'-তে না এলে মন খারাপ হয় — এক দিনও না এসে থাকতে পারি না, তখন পোড় খাওয়া আমাদের চোখের কোনে চিক্‌চিক্ করে জল, আনন্দে, স্নেহে! পিছিয়ে যাই দশটা বছর; একই শহরে বাস করেও সমমনস্ক বন্ধু খুঁজে পাওয়াটাই যখন ছিল জীবনের আরও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অন্যতম। এ এক অবিরাম খোঁজ যা আজও শেষ হয়নি। তাই এক দশক এগিয়ে এসেও 'স্যাফো' আজও অঙ্গীকারবদ্ধ সেই সব খোঁজের উৎসমুখে নিয়ত নিজেকে বিস্তৃত করার, গ্রামে ও শহরে।

দশ বছরের দৃশ্যমানতা! মেঘে মেঘে বেলা কম হ'ল না! সকল শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে 'স্যাফো' আজ এতটাই ভাস্বর যে তার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করা কঠিন। কিন্তু ... তবুও এক 'কিন্তু' কাঁটার মত বিঁধতে থাকে বুকের গভীরে, সহবাস করে যন্ত্রণাময় ক্ষতের সঙ্গে, যখন মনে পড়ে মাত্র গতমাসের ঘটনা — যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে একাধিক বার যোগাযোগ করা ও কথা বলার পরও নিজের যৌনপছন্দকে দাবিয়ে, প্রেমিকাকে কাঁদিয়ে বিয়ে করে এক পুরুষকে আর বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে শেষ করে দেয় নিজের হাতে নিজের জীবন, পৃথিবীটা যখন ওর কাছে মাত্রই তেইশ বছরের পুরোনো। এ কি আমাদের ব্যর্থতা, নাকি তথাকথিত "সভ্য" সমাজের ক্রমবর্ধমান নৃশংসতা? ঠিক জানিনা এ কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নাকি এমন ঘটনা ঘটেই থাকে আমাদের অগোচরে। তবে এমন দুর্ভাগ্যে আমাদের চোয়াল আরো শক্ত হয়, কিছুতেই ভুলি না যুদ্ধ আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে — দশ বছরের অভিজ্ঞতায় জন্ম হয় দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞার!

আমাদের এক দশকের পথচলা শেষপর্যন্ত মুক্তি দেয় সমপ্রেমী নারীর সঞ্চিত সকল অভিজ্ঞতার, যা শত শত বছর ধরে অবদমিত হয়ে এসেছে। পুরুষতন্ত্র, রাজতন্ত্র, রাষ্ট্র, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ... দমন যন্ত্রের শেষ নেই। আজ সেই অভিজ্ঞতা-মুক্তির উদ্‌যাপনে উৎসব-ইন্ধন DIALOGUES -2009, 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি' ও 'প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট'-এর যৌথ প্রয়াস তৃতীয় কলকাতা লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসবের উঠোনে নতুন নক্‌সীকাঁথা বিছানো হল এবার এক অনন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে — Excavation of Feminine Memories — এক বিরলতম ঐতিহাসিক খনন প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষের হাজার বছরের পুরোনো মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে, গুহাচিত্রে ও শিল্পকলায় নারীর আত্মরতি ও সমপ্রেমের ছবি, গীতি থাডানির ক্যামেরায় এমন এক দলিল যা প্রমাণ করে আমাদের দেশে সমকামিতা কখনই পাশ্চাত্যের অনুকৃতি নয়।

মন্দ ভালোর দ্বন্দে খেটে বিগত দশক সাক্ষী অনেক ঘটনার। নারীর যৌনপছন্দের ভিন্নতর প্রকাশ আজ নতুন কিছু নয়। অত্যন্ত ধীরে হলেও সমাজ প্রসারিত করছে নিজেকে — আধিপত্যকারী বিসমকামিতা একটু একটু করে স'রে ব'সে জায়গা দেবার চেষ্টাও করছে সমকামীদের এই পৃথিবীর কোথাও কোথাও। ভাবখানা যেন — আহা, ওরা বড় দুঃখী, বাগানের ও-ও-ও-ই নৈঋত কোনটায় এক ছটাক জায়গা ওদের দাও গো! কিন্তু আমরা, মানে 'স্যাফো' আর 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি'-র সদস্যরা বড়ই কিম্ভুত, মানে queer। আমাদের আবার এমন out-house-status পছন্দ নয়। আমরা রিলে রেসের ব্যাটন তুলে দিতে চাই নবীন প্রজন্মের হাতে। ওরা বিগত দশকের আগুনে জ্বালিয়ে নেবে মশাল, দৌড় শুরু করবে আগামী দশকের দিকে, ভেঙ্গে ফেলবে সকল কুসংস্কার, গোঁড়ামী আর মৌলবাদের ইমারৎ, গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ যেখানে কোনো পাঁচিল থাকবে না, আর ওদের পাঁচালির মন্ত্র হবে সবার রঙে রঙ মিলিয়ে চলা। তাই আজ 'স্যাফো'-র দশম বার্ষিকীতে আপনাদের সবার জন্য রইল রামধনু শুভেচ্ছা।

POLITICS BEYOND THE CONFESSIONAL

Anup Dhar

Categories arrive on our shores from elsewhere and we begin to get used to them; we get so used to them that we begin to think they are our own; and we come to believe that we have lived with them or they have lived with us all along. We tend to forget where they come from. What is their history? What lineages they carry with them? From which location do they emerge? What clings tenaciously to their bodies?

One such category is 'sexuality' …

As I write, "one such category is 'sexuality' " someone within wonders – how can I say that? Is 'sexuality' really such a category? It is not that I do not have my doubts. Yet something tends to point irrevocably in that direction; something tends to suggest that 'sexuality' is indeed an alien category, a category that thereafter comes to represent our relationalities as also our intimacies. However much international funding agencies would want us to believe that we all are imbued with 'sexuality' *that is our own and that owns us* there is to 'sexuality' a history. There is to the emergence of the 'individual with 'sexuality' ' a history; and in that history, there are two earlier moments – one marked by the "concupiscence of the flesh" (xxv) and the other by "the discovery of the notion of the instinct in psychiatric and penal practice" (131-134).

First, in the sixteenth century, in the phase of *in-depth Christianization*, in the period that stretches from the Reformation to the witch-hunts, passing through the Council of Trent, is one in which modern states begin to take shape while Christian structures tighten their grip on individual existence (177). Sins are no longer distinguished and ordered in terms of illegitimate relationships but rather by the body itself. It is the body (with ticklings and titillations) that determines the order of questions. In a word: We are witnessing the flesh being pinned to the body. Previously, the flesh, the sin of the flesh was above all breaking the rule of union. Now the sin of the flesh dwells within the body itself. One tracks down the sin of the flesh by questioning the body, by questioning its different parts and its different sensory levels. The body and all the pleasurable effects that have their source in the body must now be the focal point of the examination of *conscience* with regard to the Sixth Commandment. Hence, the essential problem is the problem of thought, of desire and

of pleasure, in a word, of the "moral physiology of the flesh" (189-194).

Then in the nineteenth century, instincts become the major vector of the problem of abnormality. Basing itself on the instincts, psychiatry is able to bring into the ambit of illness and mental illness all the disorders and irregularities of conduct, that are not strictly speaking due to madness. The transition from the 'great monster' to the 'little pervert within' could only have been accomplished by means of this notion of instinct and its use and functioning in the knowledge and operations of psychiatric power. With time, this technology of abnormality comes to encounter other processes of normalization that were not concerned with crime, criminality, or monstrosity, but with something quite different: *everyday sexuality* (163).

> Starting from the localized, juridico-medical problem of the monster, a sort of explosion took place around the notion of instinct, and then, around 1845-1850, the domain of control, analysis, and intervention, the domain of the abnormal was opened up for psychiatry. … Almost from the outset, the field of abnormality is very quickly taken up with the problem of sexuality. … How is it that, at the very moment that abnormality became a legitimate domain of intervention for psychiatry, sexuality suddenly became problematic in psychiatry? … What I think took place around 1850 … was not at all the metamorphosis of a practice of censorship, repression, or hypocrisy, but the *metamorphosis of a quite positive practice of forced and obligatory confession*. … *in the West*, sexuality is not generally something about which people are silent and that must be kept secret; *it is something one has to confess*. … [Even] in the Middle Ages … there was a thoroughly codified, demanding, and highly institutionalized avowal of sexuality: the confession. … [And] today, we have a series of institutionalized practices for the confession of sexuality: psychiatry, psychoanalysis, sexology. (167-174)

Hence two doubts: one, how far does the world of the pagans accrue to this 'order of sexuality' – an order marked by the movement from the "Christian confessions of the flesh", the "libido of the theologians" and the "penitential examination" *to* the "psyche of the abnormal", the "medico-psychological examination" and the "clinico-therapeutic codification of the questionnaire" (xxv). Two, can the pagan world give back to the West a different understanding of relationalities and intimacies (an understanding that is relaxed and a-moral; one that is not premised on the confessional), different from the rather stifling one provided by the triad 'flesh-instinct-sexuality', an understanding that would enrich even the West's description of itself?

However, there are further doubts. 'Sexuality' has been a placeholder for the political for some time now. How can we give up 'sexuality'? We have so far stressed the politics of hetero-sexuality and have tried to make space for the non-heterosexual. How can we *now* give up 'sexuality'? Ranjita has asked repeatedly why I am against the deployment of 'sexuality' as a placeholder in the political. Why am I against the rendering intelligible of the polymorphosities of relations and intimacies through the category 'sexuality'? Precisely because I do not seem to *have in me*, something called sexuality; precisely because I do not have anything seething inside me called sexuality; at most I have relations; I have intimate moments. Can 'sexuality' be a placeholder for all of that? Moreover, what *is* 'sexuality'? Foucault did not write the history of sexuality; he wrote a history of the category 'sexuality'; it is not that we all have had something called sexuality all our lives and all of human history and it was for Foucault to simply document that history. Sexuality is a modern western category; it is a category the west deploys to represent its own experience. It is a category born out of two earlier categories – flesh and instinct. It carries the birthmark of the earlier categories; it carries the weight of the two earlier categories and Foucault shows how the "penitential examination of the flesh" culminates "in the psychiatric examination of the entire realm of drives and desires".

> From the sixteenth century on, the fundamental change in the confession of the sin of lust is that the relational aspect of sexuality is no longer important, primary, and fundamental element of penitential confession. It is no longer the relational aspect that is now at the very heart of questioning concerning the Sixth Commandment, but the movements, senses, pleasures, thoughts and desires of the penitent's body itself, whose intensity and nature is experienced by the penitent himself. The old examination was essentially the inventory of permitted and forbidden relationships. The new examination is a meticulous passage through the body, a sort of anatomy of the pleasures of the flesh (*la volupte*). The body with its different parts and different sensations, and not longer, or much less, the laws of legitimate union, constitutes the organizing principle of the sins of lust. The body and its pleasures, rather than the required form for legitimate union become, as it were, the code of the carnal.

One could say, since we have begun to understand ourselves in terms of the category 'sexuality', what is the harm in deploying it? The harm is in the *weight of meaning* the category carries; and that weight – the weight of a *seething interiority* – the weight of the *confessional* – seeps in through the backdoor with the use of the category – producing in turn a subtle Christianization of the world of the pagan. Instead, can we have a language of relationalities and intimacies that is not altogether hemmed in by the category 'sexuality' – a category that appears stifling – given its history and its emergence from what was hitherto either 'flesh' or 'instinct'? Can *Sappho for Equality* inaugurate in the second decade of its activism a language of relationalities and intimacies that does not have the color that 'sexuality' as a category has?

This is not to suggest that we give back to the west a compendium of how *our* bodies-pleasures-pains-relationalities-intimacies are different from those in the west. Maybe they are. In a mundane sense, each body is different from the other. Even the so-called west is internally heterogeneous. However, that is not the point. The point is to see how the west had come to describe its experience of bodies-pleasures-pains-relationalities-intimacies in terms of the complex continuum '<lust-desire> <guilt-repression> <sin-confession>' and how we could provide (could we?) another description and understanding not just to and about ourselves but to the west as well.

'Sexuality' has entered everyday discourse with a conceptual force that seems both natural and inevitable. One can only hope that the next time we are tempted to invoke 'sexuality', rather than appearing familiar, this gesture will become problematic, even difficult …

Foucault, M. 2003. *Abnormal: Lectures at the College de France (1974-1975) – Picador: New York.*

মামাতো বোনকে পিসতুতো দাদা (থুড়ি দিদির) চিঠি

শ্রীরূপ

স্নেহের মৌ,

তুই আমার সম্পর্কে সেদিন সকলের সামনে হঠাৎ বলে উঠলি "রূপদাটা না বাজে হয়ে গেছে।" আমার দোষ — আমি বলেছিলাম "জানা গেছে গত ১০ বছরে ৩৯ জন সমকামী মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।" আমার দোষ আমি সমকামিতার কথা (সেও আবার মেয়েদের) তুলেছিলাম। কেন কথাটা বলেছিলাম — আমার নববিবাহিত ভাতৃবধূ তোর মাথায়, হাতে তোর কথামতই হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর আমরা সবাই একই ঘরে দুপুরের খাবার পর পারিবারিক আড্ডায় মসগুল। তুই বললি আমাদের নতুন বৌমার হাতটা খুব নরম আর মিষ্টি। নির্দোষ হাসিঠাট্টা চলছিল, জামাই বাবাজীবন তোর কথা শুনে ইয়ার্কি করে জিজ্ঞেস সরল — মৌ, তুমি কি .... হয়ে যাচ্ছো? তখনই আমি কথাটা বললাম। আর দুঃখ লাগলো কিসে জানিস তার বা আমার ভাইয়ের শিক্ষিতা বউয়ের চোখের পাতাগুলো অতগুলো আত্মহত্যার কথা শুনেও একবার কাঁপল না, সে বলল এগুলো বিকৃতি। আমি ভাসুর হিসাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না — বৌমা, তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে রাত্রে বন্ধ ঘরে যেভাবে ভালোবাসো — সেটাই কি শুধু সুকৃতি? হয়ত তোর মত ননদ হলে পারতাম। তোরা তোদের সুনীতিবোধে এসব অবৈধ বিষয় নিয়ে আর কোন কথা চালালি না।

মৌ — তুই আমাকে প্রায় ৩০ বছর চিনিস কারণ তোর বয়স এখন প্রায় বত্রিশ বছর। তুই কি ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতিস, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করার পর হঠাৎই প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়ে যায় প্রায় তেরো বছর আগে। দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে তোদের সুখী সংসার। তুই তোর বরের সঙ্গে আমেরিকাতেও কাটিয়ে এসেছিস জীবনের পাঁচটি বছর — সেই আমেরিকা যেখানে নাকি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এশীয় দেশগুলির তুলনায় কম। তারা অন্ততঃ স্বীকার করে সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মত বিষয়গুলিকে। এপ্রসঙ্গে বলি রবীন্দ্রনাথের '*গিন্নী*' গল্পটা পড়েছিস তো? একটি ছোট বালকের পুতুল খেলার অপরাধে সহপাঠিদের কাছে হেয় ও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ার যন্ত্রণা — ঋষিকবির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এই ছোটগল্প এবং আভাসিত হয়েছে আরো অনেক কিছুই।

ওরে — আমি তোদের কোনদিন বলতে পারি নি — আমি একজন রূপান্তরকামী (পুরুষ)। কি করে বলব? তাহলেই তো পড়াশোনায় ভালো রূপদা, জীবিকা আহরণে অক্লান্তকর্মী রূপদা তোদের কাছে বাজে, আরো কত কি হয়ে যাবে। হ্যাঁ রে, আজ এই চিঠিতে তোর কাছে স্বীকার করছি আমার ছোট বেলা থেকে তথাকথিত মেয়েদের মত সাজতে ভালো লাগে। মেয়েদের সঙ্গে থাকতেই ভালো লাগে। তোর কথা শুনে মনে হয় যতই তুই আমেরিকা ফেরৎ হ — রূপান্তরকামিতা, সমকামিতা এসব বিষয়ে তুই খুব একটা জানিস না এবং ভাবিসও না। আসলে আমাদের (মধ্যবিত্ত) সমাজের দু-একটা অলিখিত নিয়ম হল — যৌনতা সম্পর্কে আলোচনা না করা এবং ভিন্নরকম যৌনতা বা জীবনশৈলী যা সমাজের মূলধারার সঙ্গে মেলে না — তা সম্পর্কে উদাসীন থাকা বা বিরুদ্ধমত পোষণ করা।

আমিও তো এইরকম একটা ভাবধারাতেই বেড়ে উঠেছি। আমি নিজেকে মনে করতাম পাপী একজন মানুষ যে ন-মাসে ছ-মাসে সুযোগ পেলেই আয়নার সামনে মেয়েদের মত সাজতে ভালোবাসে, মনে মনে নিজের বান্ধবীদের সঙ্গে সই পাতায়। আমার কাছে আমি তাই অদ্ভুত — আমার এই অবস্থা চলছে বছর বারো বয়স থেকে। এর মধ্যে খুঁজেছি মনের কথা বলবার মত মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে বলে উঠতে পারিনি কাউকে পুরোটা। দু একবার এই সাজবার কথা প্রকাশিত হওয়ায় বিরূপ মন্তব্য আর মা বাবার তীব্র মর্মযন্ত্রণার কারণ হওয়া ছাড়া পাওনা হয়নি কিছুই। আমাদের সমাজে একটা বহুদিনের সংস্কারলালিত লিঙ্গনির্মাণ আছে, অর্থাৎ একটি পুংলিঙ্গধারী শিশু কেবল পুরুষসুলভ কাজই করবে, খেলাধুলা, আচরণ, পোযাক তার হবে পুরুষালী এবং সে বেড়ে উঠবে এভাবেই, ভবিষ্যতের পুরুষসিংহ হয়ে। বিপরীতে যে শিশুটি স্ত্রীলিঙ্গ নিয়ে জন্মাবে, সে লালিত হবে আচরণ, সংস্কার ও পোষাকে পূর্ণ স্ত্রীরত্ব হয়ে ওঠার লক্ষ্যে। এরা কৈশোরে বা যৌবনে পৌঁছে হয়ে উঠবে Made for Each Other! এপর্যন্ত সমাজের চোখে সবই ঠিক — এটাই মূলস্রোত। কিন্তু যেটা ঠিক নয় অথচ ঘটনা সেটা হচ্ছে সব মানুষগুলো একই রকম হয় না। তাই অল্প সংখ্যক কিছু বালক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরে নেয় মায়ের শাড়ী বা দিদির সালোয়ার। অল্প কিছু কিশোরী কখনই মেনে নিতে পারে না তাদের নারীত্বকে। যৌবনে আবার কিছু যুবক টেনে নেয় কিছু যুবককে তার ভালোবাসার সঙ্গী হিসাবে; কিছু যুবতীর প্রেয়সী হয়ে ওঠে অন্য কিছু যুবতী। এত কিছু জানতাম না জানিস দুবছর আগেও, তারপর যোগাযোগ 'স্যাফো'-র সঙ্গে। কত যে জানার বিষয় আছে, কতরকম আলোচনা শুনলাম, পড়লাম এবং কত মর্মান্তিক অত্যাচারের ঘটনা জানলাম। আস্তে আস্তে মনটা প্রসারিত হল। যেসব অন্যরকম মানুষগুলোকে ভাবতাম ব্রাত্য, নিজেও সিঁটিয়ে থাকতাম হীনমন্যতায়, তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলাম বিভিন্ন মানবতার।

যা হোক আমি যেটুকু জেনেছি তোকে সংক্ষেপে বলি। বিসমকাম হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালোবাসা ও যৌন সম্পর্ক। সমকাম দুটি নারী বা দুটি পুরুষের মধ্যে ভালোবাসা ও যৌন সম্পর্ক। প্রথমটি স্বীকৃতি পেয়েছে সমাজের, আইনের এবং সিংহভাগ মানুষের আচরিত এ জীবন। দ্বিতীয়টির ভাগ্যে শুধুই গঞ্জনা, না আছে সামাজিক স্বীকৃতি, বরং আছে আইনি অস্বীকৃতি। ১৮৬০ সালের পুরোনো, ইংরেজ সরকার প্রচলিত আইনে (IPC 377) পুরুষ সমকামীরা দন্ডিত হতে পারেন যাবজ্জীবন কারাদন্ডে। মজার ব্যাপার বৃটিশরা এই আইন নিজেদের দেশেই প্রত্যাহার করে নিয়েছে কবেই এবং সেখানে দুই সমকামীর মিলন আইনী স্বীকৃতি পেয়েছে। আর আমাদের মহামিলনের এই দেশে প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ (খজুরাহোর মন্দিরে যতই সমকামে লিপ্ত মানুষের মূর্তি থাক) এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ৬২ তম বছরেও সেই বস্তাপচা কালা ৩৭৭ ধারার আইন কিছু মানুষের সম্পর্ককে বেআইনি করে রাখবে। ফলতঃ সেই সব ভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরা বাধ্য হন পরিচয় গুপ্ত রাখতে বা রুচির বিভিন্নতা প্রকাশিত হলে হয়ে পড়েন ব্রাত্য, অসামাজিক। অথচ এমনটাতো নয় যে সমকামিতা নেই, তাহলে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য দপ্তর HIV/AIDS-এর বিরুদ্ধে দেশের লড়াইকে উৎসাহ দিতে ৩৭৭ ধারার সংশোধন/নব মূল্যায়ন চাইত না। এ ব্যাপারে অনেক কথাই বলার আছে যাতে আমাদের সমাজের (যার প্রতিভূ Home Ministry) উটপাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে ঝড় আটকানোর মত মূর্খামির শত শত উদাহরণ প্রকাশ পাবে কিন্তু চিঠিটা শেষ হবে না। জানিস, আশ্চর্যের ব্যাপার, সদ্য পদত্যাগী কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ অম্বুমণি রামাডস যখন ধূমপানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন তখন ধূমপায়ীদের কজন ছেড়েছিলেন জানিনা, কিন্তু অনেকেই অন্ততঃ ভেবে ছিলেন। আর তিনি যখন সুপারিশ করলেন IPC 377-এর অমানবিক অপরাধিকরণের বিরুদ্ধে তখন কি আমরা তাতে গুরুত্ব দিলাম?

আরো তো কতরকমের কত ভিন্ন রুচিরই মানুষ হতে পারেন। উভকামী (যিনি পুরুষ, স্ত্রী উভয়ের সঙ্গেই ভালোবাসা ও যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারেন), রূপান্তরকামী বা transgender (যিনি পুরুষ দেহে নারী বা নারী দেহে পুরুষ অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন মনের স্বত্তার বিপ্রতীপে তাঁরা ভুল লিঙ্গের শরীর নিয়ে জন্মেছেন) রূপান্তরিত বা Transexual মানুষ (যিনি Sex Reassignment Surgery-র মাধ্যমে দেহের লিঙ্গকে পরিবর্তন করেছেন "আপন মনের মাধুরী" মিশিয়ে। সাদা বাংলায় নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন। এছাড়াও এমন মানুষ থাকতে পারেন যাঁর যৌন ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি নেই (Asexuals)। আর আছেন উভলিঙ্গ মানুষ বা নারী পুরুষ উভয়ের যৌন লক্ষণ যুক্ত মানুষ যাঁদের আমরা সবচেয়ে বেশী চিনি বৃহন্নলা বা হিজড়া হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নারী সজ্জা অভিলাসী অনেক কিশোর, যুবক নানা বৈষম্যগত কারণে যোগ দেয় এঁদের সঙ্গে। সংখ্যাগুরু বিসমকামী সমাজ/রাষ্ট্র এঁদের প্রতি কি দায় পালন করে? ব্রাত্য করার অমানবিক দায়, প্রান্তিক করার অনৈতিক দায়। কখনো কি ভেবে দেখি এই যে মূলস্রোতের থেকে একটু আলাদা মানুষগুলো কিভাবে জন্মায়? হ্যাঁ, স্থান-কাল, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত নির্বিশেষে এঁরা পিতা মাতার বিসমকামী সম্পর্কের ফল। আবার কত আদরের, কত স্বপ্নের শিশুটির যদি জন্মের পরেই দেখা যায় লিঙ্গস্থানে ত্রুটি আছে তবে তাকে যত অল্প দিনের মধ্যে ত্যাগ করা যায় ততই ভালো আর বয়ঃসন্ধির পর যদি বোঝা যায়, সন্তান সমকামী, লিঙ্গান্তরকামী ইত্যাদি কিছু একটা তাহলে লজ্জার আর শেষ থাকে না। এ সন্তান সম্পর্কবিচ্ছিন্ন হলেই ভালো।

আমি তোদের, আমার গোটা পরিবারের সবাইকে খুব ভালবাসি রে — আমি যদি এখন ৩৬/৩৭ বয়সে সেজেগুজে, শাড়ী পরে রাস্তায় বেরোই — তোরা মেনে নিতে পারবি? (তোকে কিন্তু সবাই বলে প্যান্ট-শার্টে খুব মানায়)। হ্যাঁ রে, খুব ভয় করে আমার কাজটা কি থাকবে? আমার টিউশ্যনিগুলো আর থাকবে? অথচ আমি স্বপ্ন দেখি Sex Change Operation-এর পর আমি শাড়ী-সালোয়ার পরে বিনুনী দুলিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ী থেকে অফিসে, যে বাড়ীতে বাবা আছেন, মা আছেন, ভাই আছে, বোন আছে আর আছে আমার সঙ্গিনী যে বেরোনোর আগে ঠিক করে দেয় আমার শাড়ীর আঁচল আর খোঁপার ক্লিপ। ও, এতক্ষণ তো বলাই হয় নি আমি পুরুষ রূপান্তরকামী হলেও নারী হয়ে উঠে আমি নারীকেই ভালবাসি। মেয়েলী পুরুষ হলেই যে পুরুষকেই চাইতে হবে এরকম মূলস্রোতের অনুসারী ধারণার বাইরেও তাহলে মানুষ হয়। তাই তো অনুভব করি — কয়েকটিমাত্র চেনা খোপে বন্দী করা যায় না মানুষের বিভিন্নতাকে — মনের বৈচিত্র্যকে।

আমি স্বপ্ন দেখি সব সহকর্মী আমার দিকে কটাক্ষে নয় সাদরে তাকাচ্ছে — তারা দেখছে না আমার পূর্ব পরিচয় আর নতুন পরিচয়ের ফারাক — বরং সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে আছে আমার কাজের দিকে। জানিনা এজীবনে এসব স্বপ্ন সফল হবে কি না? তবু তোদের মত স্বজনদের যাকে পারব বলে যাব অন্যরকম হবার জন্য, দলছুট হবার মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা, দেহ আর মনের লিঙ্গ বিপরীত হওয়া মানুষগুলোর আত্মক্ষয়ী জীবন যাপনের কথা। বদলাবে নিশ্চয় একদিন সমাজ, অন্যরকম যৌন পরিচয় হবার কারণে কোন মানুষকে আর হতে হবে না সামাজিক বৈষম্যের শিকার। সবাই বিশ্বাস করতে শিখবে সমকামীরাও শুধুই কামচর্চা করে না, তাদেরও গান আছে, কবিতা আছে, গভীর অনুভূতি আছে, সাহিত্যবোধ আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। শুধুমাত্র যৌনতার রুচির ভিন্নতার জন্য আমাদেরই কিছু মানুষ কেন 'ওরা' হয়ে থাকবে? অনেক কথাই বলে ফেললাম। ভালো থাকিস আর একটু ভাবিস।

ইতি — তোর রূপদা
(না, না, আজকের পর থেকে শুধু তোর জন্য, রূপদি)

MAKING WAVES, NESTING DREAMS, BUILDING BRIDGES

Ranjita Biswas

It was an evening in October 2003 when I got a call from my senior asking me if I would be interested in volunteering as a therapist with a lesbian bisexual transgender support group in Kolkata. Neither the subject of lesbianism nor the feeling of same-sex attraction was new to me. However, I had no inkling of the existence of support groups for such people; neither had I heard of *Sappho* before. So after saying yes to him and noting down a couple of numbers I went about educating myself. I surfed the internet, taught myself the names of some support groups (both gay and lesbian) in India, and, having made a call to "Malobika", I started looking forward to the date of my appointment.

I remember that evening distinctly. I was told to wait in front of a particular STD booth from where I would be 'picked up' by "Abir". I reached my destination and made a call to the given number. I was asked to watch out for a short-haired woman on a motor bike. This whole business of being given instructions and following them appeared pretty adventurous to me; at the same time it rattled me. Till then I had always associated the name of "Abir" with the male gender which left me wondering what a man was doing with a lesbian group anyway! Abir arrived, and without much ado, asked me to climb up behind her on the bike! I was completely zapped, being immediately reminded of all the Bollywood thrillers that proceed on these lines. I took a deep breath and steeled myself for some adventures of the night! I was driven (unfortunately not blind-folded) to one of the by-lanes of south Calcutta, to a small 10/10 room located at the back of a house.

The moment I entered the room, all my consternation evaporated as I was welcomed by three other women of different ages, sizes and hues. I perched myself on the floor with the foursome and instantly felt pleasant vibes emanating from these four vibrant and warm women. My anxieties having subsided I started enjoying their camaraderie. The exchange that followed was an extremely warm one; of course I must admit that initially I stared at the four women in front of me, trying to figure out who the 'owner' of the NGO was – was it the forty-sh woman in *saree* with long plaited hair? She looked so 'un-lesbian' in her attire that I immediately concluded that she must be the heterosexual lady who runs the NGO for the other lesbian women. My curiosity did not last long as the lady in *saree* and a big *bindi* introduced herself and her partner and revealed that the other two women in the room were also partners and they were in fact the founder members of *Sappho*! I was given a brief history of the group which was till then unfunded and sustained itself through individual contributions. I was explained my role – members of the support group needed counselling and therapeutic intervention from time to time for various reasons. I readily accepted the invitation and set up my first session date. I was also requested to write an article from a medical/psychiatric perspective for their newsletter (*Swakanthey* – in her own voice) which they were planning to launch in Kolkata Book Fair 2004. I readily agreed to write and when I did, I was rather surprised by the fact that the short piece turned out to be more personal than professional. I realized I had unknowingly started feeling in sync with the group and wanted to become part of it. However at that time my heterosexual moorings prevented me from laying a claim to their collective space. And there were others like me who by virtue of belonging to the male sex or the non-queer section could not become part of the support group. Yet we all wanted to share their lives, their loves, their thought worlds, as also their struggles – skin to skin. Our collective needs gave rise to a new collective – *Sappho for Equality* – in 2003. However, this was not the only reason for its birth.

How political is the clinical?

By and large, sexuality remains a taboo subject, confined to the closeted space of the bedroom and pockets of shrouded secrecy in bars, sex clubs, footpath wares, cyberspaces and between magazine covers. Only certain forms of desire enjoy social patronage and legal sanction thereby driving the 'abject others' either to the margins or under the ground. The only 'public' space where sexuality has gained some legitimacy is as a public health issue albeit in terms of fulfilling targets, be it HIV-AIDS, or, reproductive and child health. However, whatever little visibility sexuality (understood solely as heterosexual) receives in and through official state sponsored publicity, and information materials, non-heterosexual desires and practices remain silenced and a veritable blind spot. It does not feature in any of the state supported reproductive or sexual health policy discussions and is barely tolerated in the HIV-AIDS campaign, never being spoken of in positive terms.

It is in this context that the clinic becomes the space where the realm of the sexual unfolds in amazing and interesting ways. My involvement in the *Sappho* clinic threw up new insights about worlds hitherto unknown to me, and questioned a number of my assumptions, both about myself and about others. Problems and issues were many. Most of them seemed to arise out of the compulsion to be *Same* and the urgency to communicate *difference*. On the one hand, there is this unwritten code that urge people to either conform to the 'mainstream' ways of living, thinking and being, or be doomed. On the other, there is this felt need to express desires, loves, sufferings and pain that remain perpetually denied through a process of double disavowal – forgetting, and then forgetting the fact of having forgotten. Some found it difficult to resist the pressures of family and peer to conform to the 'normal' and the 'natural' while others suffered serious self-doubt. Some spoke of the pain of forced marriages, of being abandoned by family and friends, while others revealed the insensitivity of the medical community (both mental health and other medical streams) towards their suffering and their need for a compassionate healing. Almost all spoke of intolerance, lack of understanding and rejection, be it spaces of formal exchange, or, more intimate interaction.

The kind of issues that erupted in the clinic underscored the need for a better understanding of the processes of normalization and pathologization, not as two exclusive terrains, but as something that happens simultaneously and complementarily. It became important to acknowledge that the formation of any norm, standard or rule is inevitably premised on the exclusion of some others. The exclusion however, is no innocent or accidental process. Rather than being an act of omission it is an act of commission. There is a certain politics to it that stands to be analyzed and resisted. Secondly, we realized that the clinic alone is not the place which can foster healing, and the individual is not the only 'crisis' that needs 'intervention'. While it becomes imperative to develop and nurture more spaces of support and solidarity, it is also necessary to intervene in the 'mainstream' ways of life, to question and bring to crisis assumptions and theories that feed and sustain the categories of the 'conventional' and the 'majority'. The process of therapy within the 'clinic' has to be supplemented with 'non-clinical' support systems like supporting peer groups, believing familial networks and a non-discriminating state. And in this direction support groups like *Sappho* play a very important role. This is the space of unconditional acceptance that encourages co-feeling and helps one regain confidence to carry on with the struggle against mainstreaming. This is the space where one can leave behind the baggage of the 'normal-legal-moral' to just *be*. This is also the space that provides a platform for building bridges with the larger community. When *Sappho* began as a support group for lesbian, bisexual and transgender women in 1999 the primary goal of the organization was to provide safe space and compassionate healing for women with same-sex preference. Gradually it became a felt need to move beyond – into the sphere of activism – into an interface with the larger society in order to fight discrimination and hatred against marginalized women with same-sex preference. Thus began the journey of *Sappho for Equality* – to foreground the issue of non-heteronormative sexuality among the larger community as well as within other social movements.

The motivating force behind this move has been the need to build a coalition with the 'non-queer' society through their direct involvement in a movement that seeks to question the assumptions of 'mainstream' heterosexist practices and norms. So we decided to carry our campaign to the world of the more 'common' (dominant, normative) majoritarian way of life and love i.e., heterosexuality. Because we believe that it is only through dialogue that the ambit of the 'natural' can be brought to crisis.

How political is the personal?

The interrelationship between sex gender and sexuality has had significant imbrications for feminist politics. In trying to make sense of problems like rape, child sexual abuse, trafficking, as well as chart ways of resistance, feminists have arrived at the insight that sexuality is an important issue that can no longer be ignored in any discussion on gender justice. The growing realization within the women's movement, that sexuality forms an important aspect of every woman's life (whether she be single/married, living on the streets/living in home, conventionally heterosexual/rebelliously non-heterosexual) has helped fore-ground concerns like violence and sexuality, reproductive rights and sexuality, mental health and sexuality, disability and sexuality etc. However, in spite of these re-articulations within the domain of the political, issues pertaining to non-normative sexuality remain restricted to the very specific work fields of only those groups committed to the cause by virtue of embodying-personifying the cause. This continues while sexuality – considered by some a peripheral issue, secondary to problems of education, livelihood and violence – becomes the root/route for denying some women their right to education, livelihood and a primary reason for perpetrating violence, be it through forced marriage or rape, murder or desertion, ostracisation or pathologization. So, while the heterosexual majority can afford to remain complacent in their naturalized, normative sexual beings, the 'queer' community cannot but help carry the burden and label of being 'excessively' and 'inappropriately' pre-occupied with sexuality.

It is not our contention that heterosexuality is another name for sexual oppression and needs to be done away with. Nor do we intend to establish non-heterosexual love as the more ethical way of life. We would rather seek to focus on the terms of exclusion that operate to sediment some norms and standards as normal, self-evident or conventional. To start doing this, we propose to re-turn the gaze and start a re-vision of the world from the location of the margin i.e. from the lives and loves of people belonging to the 'non-majority' sexual groups. This act of looking back – looking with fresh eyes – from a new critical direction could give us new insights, new ways to interrogate both – what we call the 'mainstream' and what we call the 'alternative'.

We seek to generate many conversations and interactions that can then become a launching pad to re-think some of the near-normative categories that rule our desires, our intimacies and produce and reproduce our life-worlds in narrow rigid forms. We hope to continue with this journey of making queer what is usual and ordinary. We believe, such journeys and conversations can contribute towards a different world view – one that is less discriminating and less violent, and thereby more endearing.

'স্যাফো' -র দশ বছর পূর্ণ হল
তাই এবারেবর 'স্ব কন্ঠে'-র জন্মদিন সংখ্যা
সাজানো হল শুধুমাত্র
'স্যাফো' আর 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি'-র
সদস্যদের রেখায় আর লেখায়

'Sappho' has lived ten years
So we decided to dress up
this birthday issue of 'Swakanthey'
with contributions from members
of 'Sappho' and 'Sappho for Equality' only

Sacrilege and other songs ...

sumita

These mood-pieces were written over a period of ten years originally in Bangla. They seem to talk about a queer kind of spirituality. Well, I am not a straight person, I never was!

1
Give back
Oh give back my own illusion
Take back
Oh take back that omni-vision

I had opened my eyes to see you
I had held out my hands to touch you
But darkness is still profound

And silence spreads its mantle at the funeral ground

2
Sound of your foot steps
Slowly melting away beyond my closed door
Like those little pearls scattered all over the stairs in playful plenty
From a beautiful necklace you have stringed together
From a beautiful me you have stringed together

3
Like a flower i laugh with my whole body
And not just with the face
Like a garment i throw off my soul overhead
Dance naked fearless

4
Once in the flight i had looked behind
To gaze at a desolate sky diving into the sea
Once in the flight i had looked behind
To gaze at a lonely branch waving her hand at me

Were you calling me back
Were you wishing me luck

5
The clouds but doze
The trees bend close
The waters break into a sad song
The winds touch by
The lights glow high
And you and I shall walk along

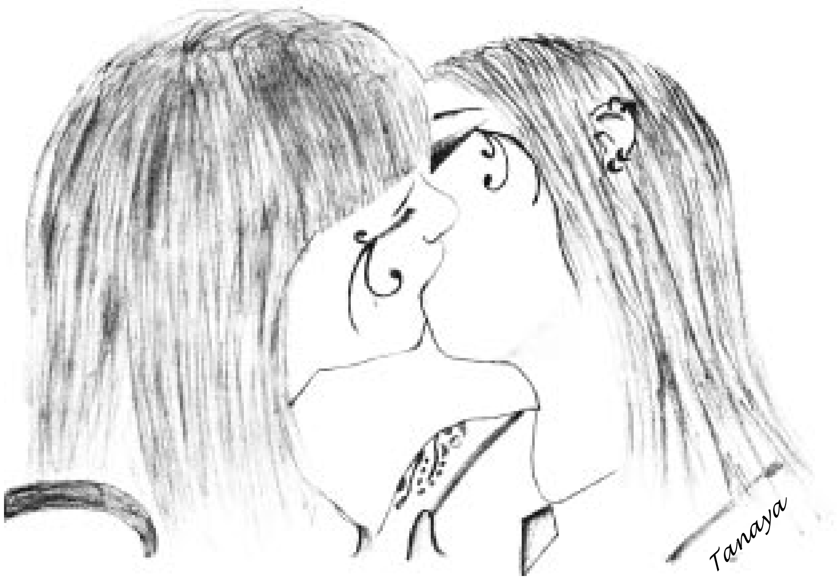

6
Those who think
Knowledge begets power
Are foolish
Such knowledge of power
Brings naught anything

Because mystery begins at a deep dark secret place
Down the abyss fathomless
Only love can dare
To take you there
Through that hell to the promised land of nothingness

7
Yes I have pulled out pain from the very core
And relief as well
Yes I have pulled out tyranny from the very core
And slavery as well

See how passionately I can confess everything
Because I have pulled out confession from of the very core
And excuse as well

And finally danced the last tango in peace

8
Who asked whom to come closer
Who asked whom to love more

Two children facing each other
On the eternal bed of fire
Poured body unto body
To find respite

Please oh please open the door
Let life be born this moment
For eternity and more

9
Water water everywhere
And a white sail boat passes by
A river dwells deeper beneath the conscious shore
And so dwells the shadow beneath the I

10
Those who talk about love
How could they dissect it
Those who had known fire
Can they choose between flames
When that precious moment will arrive
At one stroke of perfect madness
Love shall marry death

কন্যে তোমার জন্যে

আকাঙ্ক্ষা

আমি ভাল আছি ... আমি ভাল নেই ... ভাল আছি? না, নেই। কেন নেই? আমি কেন ভাল থাকব না? ভাল থাকার জন্যে মানুষের কী কী লাগে? আমার মতো একজন প্রায়-তিরিশের মেয়ের? ভাল একটা রোজগার — আমার আছে। কাজে সুনাম — আমার আছে। একটা মধ্যমানের থাকার জায়গা — সেটা আছে। সৌন্দর্য? না, ঠিক সুন্দরী না হলেও আমাকে কেউ কুৎসিত তো বলেই না, মাঝে মধ্যে চেহারার প্রশংসাও পেয়ে থাকি, আর আয়নাও বোধহয় আমাকে খুব একটা মিথ্যে বলে না। বুদ্ধিমত্তাও মনে হয় খারাপ নেই — না হলে এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিঁকে থাকতে পারতাম না। ছোটখাট বন্ধুমহলেও আমার চাহিদা আছে। তবে? তবে কি প্রেম? হ্যাঁ — এইবার মন পথে এস। তুমি প্রেমে পড়েছ। তোমার দুকূল ছাপিয়ে প্রেম তোমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কী সাংঘাতিক প্রেম রে বাবা! তুমি প্রেমে ঘুমোও, প্রেমে জাগো, তোমার চোখের পাতায় প্রেম, তোমার নখের ডগায় প্রেম, তোমার হৃদপিণ্ড প্রেমে ছলাৎ ছলাৎ।

আমার শহর ছেড়ে অনেক দূরে এক দ্বীপে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা। দু-একটা বাক্য বিনিময় মাত্র। মিনিট দশেক বসেছিলাম একই গাছের ছায়ায়, ঠিক দুপুরে, বিশ্রাম নেবার জন্যে। ওই দ্বীপে সে-ও বেড়াতে এসেছে। চলে যাবার সময় বলেছিল, ‘‘তোমার ভাষার সঙ্গে আমার ভাষার সামান্য মিল আছে। তোমার ভাষার বেশ কিছু শব্দ যেমন ‘ছ’ দিয়ে শেষ হয়, আমার ভাষাতেও তাই।’’ পিছন ফিরে যখন চলে গেল দেখলাম সবুজ-হলুদে ছাপা একটা স্কার্ট ওর সরু কোমর থেকে নেমে এসেছে গোড়ালির একটু ওপর পর্যন্ত, খোলা চুল নেমেছে কাঁধের নীচে, সমান করে ছাঁটা। মনে মনে ভাবলাম, বাঃ, ফিগারটা তো বেশ। সেদিন সেইটুকুই। ও চলে গেল ওর মায়ের সঙ্গে। আমি গেলাম অন্য এক দ্বীপে প্রবাল দেখব বলে।

পুজো সবে শেষ হয়েছে। শিরশিরে শীতের আমেজ। আকাশ নীল। বাতাসে ছুটির গন্ধ। জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণে আমি দাঁড়িয়ে। সামনের মাঘ মাসের শেষের দিকে বা বৈশাখের প্রথমে আমার বিয়ে হবে। পাত্র ঠিক হয়ে গেছে। তার সঙ্গে প্রাকবৈবাহিক মেলামেশাও চলছে। আমার পরিবার বেশ আধুনিক। যদিও ‘পাত্রী চাই’ কলাম দেখে বিয়ে ঠিক হয়েছে তবুও এই মেলামেশায় দুই পরিবারেরই কোনও আপত্তি নেই। ছোটবেলা থেকেই অবাধ স্বাধীনতায় মানুষ। বাবা উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে। মা গৃহবধূ। মায়ের বক্তব্য, আমি নাকি বাবার আদরে বখে যাওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। পড়াশুনাতে প্রথম সারির দিকে ছিলাম বলে বাবার কাছে আমার সাত খুন মাপ। ছোটবেলাতে বাবার সঙ্গে এ-শহর, সে-শহর করে শেষকালে কলেজে ভর্তি হলাম কলকাতায়। তখন থেকে হস্টেলে থাকা। আগামী বছর বাবা রিটায়ার করবেন বলে শেষ পোস্টিংও কলকাতায়। আমারও কলকাতাতেই ইতিমধ্যে একটা বেশ ভাল চাকরি জুটে গেছে। এমন সময়ে আমার বিয়ের আয়োজন শেষ এবং বাতাসে ছুটির গন্ধ। বাবাকে বললাম, ‘‘নতুন জীবনে প্রবেশ করার আগে আমি কয়েকটা দিন নিজের সঙ্গে নিজে কাটাতে চাই। আমি একা একা কোথাও বেড়াতে যাব। খুব তাড়াতাড়ি যেতে চাই।’’

বাবা গম্ভীর, ‘‘তোমার সমস্ত আবদারের প্রশ্রয় দিয়েছি মানে এই নয় যে তুমি যা খুশি তাই করবে’’ মা শুরু করলেন প্রচণ্ড রাগারাগি, চীৎকার, ‘‘সামনে বিয়ে, এখন এ আবার কী বেআক্কেলে কথা। হবু শ্বশুরবাড়ি জানতে পারলে কী হবে!’’ আমারও জেদ — আমি যাবই। শেষমেষ হবু জামাই হলেন আমার পারের কান্ডারী। তাঁর এক বন্ধুর ট্যুরিজম-এর ব্যবসা আছে। তাকে দিয়ে সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। পুরীতে এক অপূর্ব সুন্দর রিসর্টে তিনদিন। বাবা মা খুশি, হবু শ্বশুরবাড়ি নিমরাজি, বাবা-মায়ের হবু জামাইও খুশি, কারণ বিশেষ সূত্রে তাঁর মন্তব্য আমার কানে এসেছে। তিনি বলেছেন ‘‘উড লাভ টু টেম এ ওয়াইল্ড মেয়ার’’। অপমানে আমার কান লাল। আমি কি একটা কোমোডিটি?

আত্মসম্মানবোধে পড়ল চরম আঘাত। আমার মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। হবু বরের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা দেখা করতে বেরিয়ে ঝোঁকের মাথায় ঢুকে পড়েছিলাম নাইট শোয়ে ‘চক্ দে ইন্ডিয়া’ দেখতে। দুজনের কারও বাড়িতেই তাড়াহুড়োতে জানানো হয়নি ফিরতে অতটা দেরি হবে। শো শেষ হতেই সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে তাতে চড়ে বসে বলেছিলাম, ‘‘আমাকে বাড়ি ড্রপ করতে হবে না। তোমারও বাড়িতে অপেক্ষা করছেন সবাই। আমাকে ড্রপ করতে গেলে আরও দেরী হয়ে যাবে।’’ বলেই হুস করে ট্যাক্সি চালাতে বলে চলে এসেছিলাম। তাতে ফল হয়েছিল ভীষণ। হবু জামাই-এর রুটিন ফোনাঘাত তিনদিন বন্ধ বলে মা প্রায় ধরেই নিলেন আমি নিশ্চয়ই কোনও অপমান করেছি তাঁকে। মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে তেমন কিছুই আমি করিনি। শেষে মা নিজেই তাকে ফোন করলেন এবং বোঝা গেল তাঁর পৌরুষে ঘা লেগেছে। সেটা সেবার মধুরেণ সমাপয়েৎ হলেও আমার মনে ঢুকল আশঙ্কার জীবাণু। এবার তাই মনে হল সত্যি সত্যি বন্য ঘোটকীর মতই ব্যবহার করব। নিজেই খোঁজখবর করে একটা প্যাকেজ ট্যুরে বেরিয়ে পড়লাম আন্দামানে। দশদিনের স্বাধীনতা। দশদিনের জন্যে নিজেই নিজের মালিক। এক অদ্ভুত বন্ধনহীনতা। আকাশের নীল আর বাতাসের ছুটির গন্ধ মেখে অফিসে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বাবা, মা এবং অনেক হবু আপনজনের বিরাগভাজন হয়ে বেরিয়ে পড়লাম দলছুট।

শুভক্ষণে যথাকালে পোর্টব্লেয়ার এয়ারপোর্টে নামল এক পাক্কা ট্যুরিস্ট। জিন্স্, টিশার্ট, স্নিকার, সানগ্লাস, ক্যাপ আর পিঠে রুকস্যাকে সম্পূর্ণ। বাড়িতে মা বলেন, ‘‘চুল বড় কর এবারে, সামনে বিয়ে’’। আমি বলি, ‘‘তার তো দেরী আছে এখনও। ও ঠিক লম্বা হয়ে যাবে। এবারকার মত ট্রিম করে আসি।’’ আমার চুলে ব্যাঙের ছাতা ছাঁট। মা বলেন, ‘‘জিন্স্ পোরো না। সামনে বিয়ে।’’ আমি বলি, ‘‘দাঁড়াও, ঘুরে আসি।’’ বাবাকে গিয়ে বলি, ‘‘এ আবার কী? বিয়ে মানে কি এত এত ‘না’? এমন হলে কিন্তু বিয়েই করব না আমি।’’ বাবা বোঝান, ‘‘মা, রে, এমন বললে কি হয়? আমরা চোখ বুজলে তুই একেবারে একা হয়ে যাবি যে। তোর তো আর কোনও ভাইবোনও নেই। তখন কে দেখবে তোকে?’’ ‘‘কেন আমি নিজেই দেখব নিজেকে।’’ ‘‘তাছাড়া, আমাদেরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনী নিয়ে আনন্দ করার।’’

এ কী, যাঃ! একা একা বেড়াতে এসে ক্রমাগত বাড়ির কথাই যে ভেবে চলেছি। আজই সকালবেলা পৌঁছেছি হ্যাভলক দ্বীপে। সমুদ্রের মাঝখানে একেবারে ‘‘নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।’’ মন ভালো করা সৌন্দর্যে মোড়া এক রিসর্ট। দারুণ রোমান্টিক কাঠের কটেজে থাকার ব্যবস্থা। ট্যুর ম্যানেজার এসে বলে গেছে দুপুরের খাবার পরই বাস ছাড়বে। বেরিয়ে পড়ব রাধানগর সমুদ্রতট দেখতে। আলাদা জামাকাপড় নিতে হবে সঙ্গে। সেখানে সমুদ্র-স্নান। আঃ সমুদ্র-স্নান। সমুদ্র আমায় বড় টানে। আর এখানকার দূষণবিহীন সমুদ্রের কতরকম যে রং! কাছের জলে নীলাভ সমুদ্র-সবুজ, মাঝ সমুদ্র গাঢ় নীল আর দিগন্তবিস্তৃত সাগর যেখানে আকাশে মিশেছে সেখানে জল কালচে নীল। খানিক মেঘলা আকাশের ছায়া যেন সেখানে। তারপর রাধানগর সমুদ্রসৈকত। চেয়ে আছি, চেয়েই আছি। সৈকত ঘিরে ম্যানগ্রোভের ঘন সবুজ বন। আকাশের পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের তলায় বিছানো অসীম সমুদ্র, কোন সুদূরের হাতছানি! তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ছে সাদা ফেনায়, ঝকঝকে পরিষ্কার সাদা নরম বালিতে, গম্ভীর গর্জনে! কী যেন বলতে চায়! ডাকছে কি আমায়? এগিয়ে গেলাম। জলে নামলাম, ঠাণ্ডা জল যেন আমার জন্মজন্মান্তরের সমস্ত উত্তাপ গলিয়ে দিল। কোমর জলে দাঁড়িয়ে চোখ মেললাম চারিদিকে — নীল সমুদ্র, সবুজ তীরভূমি আর মাথার উপর কালো আকাশ মিলে প্রকৃতির এক অসাধারণ ঐক্যতান — কেমন গা ছমছম্, রহস্যময়। আমি অবাক। ঢেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে একা একা কতকথাই মনে হচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই কানও ভাইবোন না থাকায় আমার একা নিজের সঙ্গে নিজের থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি অন্তর্মুখী। বইপত্র, সুর আর রং-তুলিই আমার সঙ্গী। বাবা তো ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, মা অসম্ভব সংসারী। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি বাবার মধ্যে একটা অদ্ভুত উদাসী ভাব আছে সেটা বোধহয় আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, আর সে জন্যই বোধহয় তবু বাবাকে আমি কিছু কথা বলতে পারি। কিন্তু মায়ের সঙ্গে জানিনা কেন আমার মনের বিস্তর ব্যবধান। মা উত্তর কলকাতার এক নামী রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বলে সেই আত্মাভিমান সবসময় ফুটে ওঠে আচারে, বিচারে, কথাবার্তায়, যা আমার একেবারেই ভালো লাগে না। যত বড় হয়েছি মায়ের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তত বেড়েছে। তবে একটা ব্যাপারে বাবা ও মা এক। তাঁরা দুজনেই আমাকে নিয়ে খুব গর্বিত। আমি পড়াশোনায় ভালো, আমার বয়সী আর পাঁচটা মেয়ের মতো ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, প্রেম করে বেড়াই না। আমি সিরিয়াস। ভালো চাকরি করি তথাপি বাবা-মায়ের অমতে কিছু করি না। এই যেমন তাঁদের নির্বাচিত পাত্রকেই আমি বিনা বাক্যব্যয়ে জীবনসঙ্গী হিসাবে মেনে নিয়েছি। আসলে আমি ঠিক ঠিক জানি না, মেনে নিয়েছি কি না। ছোটবেলা থেকেই আমি কোনওদিনই পুরুষরা যে মেয়েদের থেকে আলাদা একটা প্রজাতি সে ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না। বড়বেলাতেও নই। জানি শুধু বিয়ে করতে হয় এবং একটা ছেলেকেই — এটাই নিয়ম। তাই-ই আমারও বিয়ে হচ্ছে। সত্যি সত্যিই বিয়ে নিয়ে কিন্তু আমার বিশেষ কোনও চেতনা বা বোধ নেই। এটা যেন জীবনের আর পাঁচটা ঘটনার মতোই একটা ঘটনা — যেমন বাবার এক শহর থেকে আর এক শহরে বদলি হওয়া। সামান্য চিন্তা নতুন জায়গায় গিয়ে জীবন কেমন হবে — এই আর কী!

খেয়াল ছিল না কখন প্রায় ঘন্টা দেড়েক পার হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখি চার পাশে যারা স্নান করছিল তারা প্রায় কেউই নেই। হঠাৎ কেমন গা ছমছম্ করে উঠল। তীরের থেকে বেশ দূরে চলে এসেছি। আকাশে মেঘের আড়ালে সূর্য বোধহয় অনেকটা নেমে গেছে। তাড়াতাড়ি করে ঢেউ ভেঙে ফিরতে শুরু করলাম। আমার আপাদ মস্তক ভিজে। ফিরতে ফিরতে তীরের কাছাকাছি আসতেই আমার হৃদপিন্ড একটা লাফ দিয়ে গলায় আটকে গেল। সে-ই মেয়ে! সবুজ হলুদ স্কার্ট ঢেউয়ের দুষ্টুমিতে কোমরে জড়িয়ে গিয়ে সুগঠিত উরু সমেত দুটি দীঘল পা নিরাবরণ। গায়ের টাইট কালো রঙের সাঁতারের পোষাকের বিপরীতে ওর খোলা কাঁধ, কালো ভিজে চুল, গ্রীবা, হাত, মসৃণ, উজ্জ্বল। প্রায় নির্জন চকচকে সাদা বালির চরে আমার ক্ষণিকের দেখা সেই মেয়ে — স্পর্ধিত সৌন্দর্যের শেষ কথা। আমি কাছে যেতেই বড় বড় চোখে লজ্জা লজ্জা চেয়ে আজন্মের সংকোচে ভিজে স্কার্ট ধরে টানাটানি করে পা ঢাকার চেষ্টা করতেই স্কার্ট ওর কোমর ছেড়ে হাতে চলে এলো। ওকে হেসে বললাম, ‘‘ওটার মায়া ত্যাগ করো। ওটা ছাড়াই তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।’’ মেয়ে লাজুক হেসে বলল, ‘‘দ্যাখো না, মাকে বললাম সাঁতারের পোশাক পরেই স্নান করি। মা কিছুতেই করতে দিলেন না, বললেন ওর ওপর স্কার্টটা

পরে নাও। এখন দ্যাখো এটা আমি সামলাতেই পারছি না।" বললাম, "এখানে বসে তোমার তো বালিতেই স্নান হচ্ছে, জলে নামো।"

"আমি তো তোমার মতো লম্বা নই, যদি ডুবে যাই?" হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে, বললাম, "এসো।" একান্ত বিশ্বাসে, নির্ভয়ে আমার হাতে হাত রাখল মেয়ে। ওর হাত ধরে গোধূলিবেলায় সমুদ্রে স্নান করতে করতে আমি মরে গেলাম ভাললাগায়। ওর গায়ের গন্ধ আমার মগজের কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল। আনন্দে, ভয় মেশা উত্তেজনায়, ওর স্তনবৃন্ত ফুটে উঠছে ভিজে পোশাক ভেদ করে — আমি নির্বাক, মুগ্ধ। হঠাৎই চিৎকার করে আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, "ওই দ্যাখো", দেখলাম বেশ অনেক দূরে সমুদ্রের নীল জলে ওর সবুজ-হলুদ স্কার্ট ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে যাচ্ছে। "এমা, কী হবে?" তারপর আমাদের মিলিত হাসিতে, ঢেউয়ের গর্জনে, নির্জনে সন্ধ্যা নামল।

রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা হবে। কটেজের বারান্দায় বসে আছি। একা। বাগানের তীব্র আলোগুলোর কী দরকার ছিল এমন সুন্দর নির্জনতায়? সমুদ্র ভীষণ কাছে চলে এসেছে। তার ডাক গভীর, ঢেউয়ের মাথায় চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্ করছে সাদা ফেনা। আঃ, বড় ভালো লাগছে। মনের মধ্যে রিম্‌ঝিম্ বাজনা বাজছে। বারে বারে মনে পড়ছে সেই মেয়ের মুখ, জলপরী যেন! কী আশ্চর্য্য, তার কথা মনে হতেই অস্থির হয়ে উঠছি। রোমকূপে রোমকূপে শিউরে উঠছে ভালোলাগা। কেন হচ্ছে এমন? আমার সাতাশ বছর বয়সে কক্‌খনো কোনদিন এমন আকর্ষণ বোধ করিনি কারও জন্যে। শেষ বিকেলের যুগল স্নানের স্মৃতি ছায়াছবির মতন একের পর এক বদলে বদলে যাচ্ছে মনের পর্দায়। যা নয় তাই, এমন সব কল্পনা মাথায় আসছে। কী জ্বালা। আমার বোধ বলছে কারও এমন ঘটে যদি সে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে। আমি কি তবে প্রেমে পড়লাম? যাঃ তাও আবার হয় নাকি? আমি তো একটা মেয়ে, আর সেও তাই। না, না, এ হতেই পারে না। নাঃ, আর ভাবব না ওর কথা। এটা ঠিক নয়। এমনটা তো নিয়ম নয়। আচ্ছা কেন ঠিক নয়? কে বানিয়েছে নিয়ম? নিয়ম যদি নয় তো আমার কেন হচ্ছে এমন? আমি কি নিয়মের বাইরের কেউ? কেন আমি নিয়মের বাইরে কেউ হব? আমি তো আর পাঁচটা মেয়ের মতই। আমার মধ্যে তো কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সেই জন্যেই তো সামনের মাঘমাসে অথবা বৈশাখে আমার বিয়ে হবে, একজন পুরুষের সঙ্গে। পুরুষ? গত তিন চার মাস ধরে আমি যার সঙ্গে ঘুরছি, ফিরছি, হাসছি, গল্প করছি, সিনেমা দেখছি, কই তার কথা ভেবে তো এমন বুকের ভেতর দামামা বাজে না? এই মেয়ের কথা ভেবে কেন এমন হচ্ছে? আঃ, মন, তুমি বেশ অবাধ্য হচ্ছো তো। তুলনা করার ছুতোয় তুমি ফের ওর কথাই ভাবতে শুরু করেছো। মন ভাবছে তার কথা তো বেশ করছে। তাতে তোমার এত দাদাগিরি কীসের হে? মনে যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে তাই মন ভাবছে। বেশ, ভাবছে ভাবুক ... কিন্তু ... আমি কি তবে একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম? মানে লেসবিয়ান? আমি, মানে এই যে আমি, আমি লেসবিয়ান? সেই রাতে আর ঘুম এল না।

পরদিন সকালে ডাইনিং হলে দূর থেকে দেখলাম মা-মেয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। আমি জানতাম না, ওরাও সেই একই রিসর্টে আছে। কাছে গিয়ে সুপ্রভাত জানাতেই মা-মেয়ে দুজনেই আমাকে ওদের সঙ্গে যোগ দেবার কথা বললেন। আমিও বসলাম। ব্রেকফাস্ট করতে করতেই ঠিক হল, আমরা তিনজন একটা ছোট্ট ডিঙ্গি ভাড়া করে জীবন্ত প্রবাল দেখতে যাব সমুদ্রের মাঝে জনবসতিহীন আর এক নির্জন দ্বীপে। মাঝ সমুদ্রে ছোট্ট ডিঙ্গি মোচার খোলার মত দুলতে থাকে। মা ও মেয়ে ভয়ে কাতর। সেই দেখে আমার হাসি, তাতে মেয়ের কপট রাগ — তারপর হাত ধরে-ধরে সমুদ্রের নীচে প্রবালের দেশে যাওয়া — সে যেন এক স্বপ্ন, প্রবালের রাজপুরী ও রাজকন্যে একসঙ্গে। স্বচ্ছ জলে কত যে রঙবাহার। ধপ্‌ধপে সাদা রঙের, নানা আকারের প্রবাল, কোনওটা গাছের মতো, কোনওটা ব্যাঙের ছাতার মতো, কোওটা আবার চ্যাপ্টা প্লেটের মতো, নানা রঙের ঝিনুক আর পাথর — তার মধ্যে দিয়ে রাশি রাশি ছোট ছোট মাছ তির্‌তির্ করে ঘুরছে, লাল, নীল, খয়েরি, সোনালী, কমলা, আরও কত। সারা জীবনের মতো এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ফিরতে ফিরতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। কেমন মনে হল, সময়টা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

কটেজে ফিরে ভালো করে স্নান করে ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে বাইরে বেরিয়ে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রুপোর থালার মতো বড় একটা চাঁদ আকাশে। সমুদ্রের জলে তার ছায়া প্রতিফলিত হয়ে জলটাকেই রুপোলি করে দিয়েছে। হঠাৎ করে ভীষণ একা লাগল। বিয়াস্‌রা রয়েছে ঠিক হ্যামকের সামনের কটেজটায়। হ্যাঁ, ও বিয়াস্, সকালবেলা জানতে পেরেছি। ওরা এসেছে আমেদাবাদ থেকে। অমন মন-কেমন করা সন্ধ্যায় অনেকবার মনে হয়েছে যাই একবার ওদের কটেজে। ওরা তো যেতে বলেইছে। কিন্তু মনকে প্রশ্রয় দিলাম না। রিসর্টের গোটা চত্বরটা একা একাই ঘুরে বেড়ালাম। কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমি যেখানে গেলে সোজাসুজি ওর সঙ্গে দেখা হয় সেটা করলাম না, অথচ সমানে একটা প্রত্যাশা মনের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি কোথাও দেখা হয়ে যায় — যেন তাহলে আমি নির্দোষ — কী করব, আমি তো নিজে ইচ্ছে করে ওর কাছে যাইনি, হঠাৎই দেখা হয়ে গেল। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষকালে ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার সঙ্গে প্যাকেজ ট্রিপে এসেছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা টানাটানি করায় রাতের খাওয়াটা ওদের সঙ্গেই সেরে নিলাম। সেখানেও আমার চোখ খুঁজেছে বিয়াস্‌কে। কোথায় সে? এমন চাঁদের রাতে ও কি একবারও বেরোবে না? কাল সকালেই তো চলে যাব যে যার পথে। তার আগে কি আর একবার দেখা হবে না? দুজনের যতবারই দেখা হয়েছে কেউই কাউকে ঠিকানার কথা জিজ্ঞেস করিনি। তাহলে কি আমি হারিয়ে ফেলব ওকে? যাব একবার ওদের কটেজে? যাঃ এখন রাত দশটা। এখন কি কেউ কারও ঘরে যায়? ওরা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। নিজের ওপর বড়ই রাগ হল, সন্ধ্যাবেলা কেন একবার গেলাম না এই ভেবে। শেষ দুপুরে ভীষণ ঘুমিয়ে এখন তো আর ঘুমও আসবে না। ফের বেরিয়ে পড়লাম দরজায় তালা ঝুলিয়ে। মাত্র সাড়ে দশটাতেই মনে হচ্ছে গভীর রাত। কেউ কোথাও নেই। আকাশে পাগল করা জ্যোৎস্না — তীব্র। কোন এক অমোঘ আকর্ষণে ধীর পায়ে গিয়ে বসলাম ওদের কটেজের সামনের হ্যামকটাতে। এখানে সমুদ্রের গর্জনও তীব্র। মাঝে মাঝে জলের ছিটে এসে লাগছে গায়ে। নীচু পাঁচিলের ওপারেই ঢেউ আছড়ে পড়ছে পূর্ণিমার প্রবল জোয়ারে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। নির্জন অথচ সরব প্রকৃতি যেন দূরের অনির্বচনীয় রূপকথা। এমন সময় বিয়াস্ এসে দাঁড়াল সামনে। আমি কিন্তু একটুও চমকালাম না। আমি আমার সমস্ত স্বত্ত্বা দিয়ে যা অনুভব করছিলাম তারই যেন বহিঃপ্রকাশ ওর এসে দাঁড়ানোটা। ও অভিমানী স্বরে বলল, "ডিনারেও এলে না?" যেন কথা ছিল ওর সঙ্গে আমি ডিনার করব। আমার গলায় কথা আটকে গেল। ও তবে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল! আমি তখন সব পেয়েছির দেশে! কোনও রকমে, "তুমি বোসো" বলে উঠে দাঁড়ালাম। বসল ও হ্যামকে। বলল, "আমাকে একটু দোল দেবে?" কথা না বলে ওর পিছনে গিয়ে মৃদু মৃদু দোলা দিতে লাগলাম। হু-হু হাওয়ায় ওর খোলা চুল আমার মুখে এসে লাগছে। কী সুন্দর গন্ধ ওর চুলে! চাঁদের আলোতে ওর চোখের পাতার ছায়া পড়েছে ওর গালে। হঠাৎ বলল, "ব্যস্, থাক্, আর না," আর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে আমার বুকে রাখল। তারপর সেই চাঁদের রাতে, সমুদ্রের ডাকে, হু-হু হাওয়ায়, নারকেলপাতার দোলায় চুপিচুপি সেই সময়টুকু অনন্তকাল হয়ে আমার সারা জীবনে ঢুকে পড়ল। ওর কী হল জানি না।

কলকাতায় ফিরেছি প্রায় মাস ছয়েক হয়ে গেছে। এর ভেতরে আমার জীবন ওলটপালট। যাবার সময় বিয়াস্ আমার হাতে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো গুঁজে দিয়ে গেছিল। তাতে একটা ই-মেল অ্যাড্রেস। ওর সঙ্গে এই ছয় মাসে আরও দু'বার দেখা হয়েছে। একবার আমেদাবাদে, একবার কলকাতায়। আমরা দুজনেই বুঝতে পারছি যত দিন যাচ্ছে আমাদের সম্পর্ক তত গভীর হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিন আমরা ইন্টারনেটে কথা বলি। এ ছাড়া টেলিফোন আর চিঠি তো আছেই। দুজনে ভবিষ্যৎ গড়ি কানে কানে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে।

আমার বিয়ের ব্যাপারটা কাটানো বড় সহজ হয়নি। বাবাকে, মাকে কষ্ট দিয়েছি বলে নিজে কষ্ট পেয়েছি তার চতুর্গুণ। আমার ওপর পরিবার থেকে শুরু করে বন্ধুরা সকলেই ভয়ানক বিরক্ত। কেননা এমন ভালো ছেলেকে বিয়ে না করার কোনও কারণই নাকি থাকতে পারেনা। তবুও জোর করে তো আমার মতো স্বনির্ভর মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যায় না। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি জীবনের যে রাস্তা বেছে নিলাম তা ভীষণ কষ্টকর। প্রথম যখন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন বেশ ভয় করছিল। কী জানি, কী হবে। কিন্তু জানিনা কেন আমার কিছুতেই বিয়ের পাত্রটিকে ঠকাতে মন চায়নি। আমি মনের গভীরে যত ডুব দিয়েছি ততই নিজেকে আবিষ্কার করেছি। আমি একজন নারীকেই ভালোবাসি — মানসিক এবং শারীরিক ভাবেও। এই আবিষ্কার আমাকে একাকীত্বের অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছিল ক্রমাগত। আমি জানতাম আমার কথা যদি বাড়ির সকলকে খুলে বলতাম তাহলে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটত। তাই ঠিক করেছি এখনই বলব না। ভবিষ্যতে কোনও সময় হয়ত বলব, অথবা বলব না, জানি না। ক্রমশঃ সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। একা থেকে আরও একা হয়ে যাচ্ছি ভেতরে ভেতরে। কেবল বিয়াস্ ছাড়া আমাকে আর কেউ বোঝে না। বিয়াসের সঙ্গে আমার কথা হয় — সময়ে, অসময়ে। ওকে বলি, "নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারাজীবন, সকাল সন্ধ্যাবেলা।" আমি ভয় পেলে ও সাহসী, ও ভেঙে পড়লে আমি আত্মবিশ্বাসী। এভাবেই আমরা দুজনে একসঙ্গে এক এক করে সমস্ত আগল ভাঙব, সব দরজা খুলব। একদিন এমন সময় আসবে, যখন আমি আর বিয়াস্ খারাপ থাকব না।

Sappho for Equality

ADMINISTRATIVE OFFICE & RESOURCE CENTRE :
11A Jogendra Gardens(S), Ground Floor,
Kolkata 700 078
E-mail : sappho1999@rediffmail.com
Website : www.sapphokolkata.org
Contact : 2441 9995 (12 - 8 p.m. Except Mondays)
Helpline : 98315 18320 (10 a.m. - 9 p.m.)

Publication supported by

rfsu

Sida

Edited by Akanksha, Published by Sappho for Equality - 11A Jogendra Gardens (S) Kolkata -700 078, Printed by Print dot Com, Kolkata -700 054